



মা দ ক দ্র ব্য নি য় ত্র ণ অ ধি দ গু র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন

সংখ্যাঃ ২৩

বর্ষঃ দ্বিতীয়

নভেম্বর ২০০৬

রাজধানীতে হেরোইন ও গাঁজাসহ গ্রেফতার ১১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর কল্যাণপুরে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৬০ (দুইশত ষাট) গ্রাম হেরোইনসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম মিরপুর খানাধীন কল্যাণপুর নতুন বাজারের উত্তর দিকের রাস্তা থেকে একশ গ্রাম হেরোইনসহ দেলোয়ার হোসেন ওরফে দিলা ও আমেনা বেগমকে গ্রেফতার করে। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পল্লবী খানাধীন ১১ নম্বর সেকশনের এ ব্লকের ডুইপ-২ হোল্ডিংয়ের বাড়িতে অভিযান চালায়। বাড়ির বেশ কয়েকটি কক্ষ তল্লাশি করে ১শ' ৬০ গ্রাম হেরোইন ও হেরোইন বিক্রিত

৭৫,৬৮০/= (পঁচাত্তর হাজার ছয়শত আশি) টাকা উদ্ধার করে। হেরোইন বেচাকেনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কর্মকর্তারা বাড়ির মালিক হাফিজ উদ্দিন ও তার স্ত্রী রিজিয়া বেগম ওরফে এলাচিকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে আসামীরা জানায় তারা দীর্ঘদিন যাবৎ হেরোইন কেনা-বেচার সাথে জড়িত। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খানায় মামলা দায়ের করে।

এছাড়া গত ৯ নভেম্বর ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা লালবাগ থেকে হেরোইনসহ মোঃ রুবেল (১৯) এবং মোঃ আসাদ (২০) এবং গাঁজাসহ জাহাঙ্গীর (৩২) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করে। একই দিনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের উত্তর গেইট সংলগ্ন রাস্তার উপর থেকে হেরোইনসহ মোঃ বাবুল (৫০) নামে একজনকে গ্রেফতার করে। এছাড়া গত ১১ নভেম্বর তারিখে মিরপুরের পল্লবী থেকে হেরোইনসহ মোসাঃ আয়েশা (৪০) এবং মোঃ আমির হোসেন (৩১) এবং গাঁজাসহ মোঃ আলমগীর (২২) গ্রেফতার করা হয়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ অক্টোবর/০৬ মাসে মোট ৫২৫টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। অক্টোবর/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাজন কর্মসূচী - ৫ টি।
২. মাইকিং- ১৬ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ১৩ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৩১ টি।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ১ টি।
৬. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৩০ টি।
৭. বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ভিত্তিক কার্যক্রম- ২ টি।
৮. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ২৫ টি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

অক্টোবর/০৬ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৩৭২ মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অসুস্থঃ বিভাগে ১২৬ এবং বহিঃ বিভাগে ২৪৬ চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। অক্টোবর/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অসুস্থঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	২৯	৮০	১০৯	৬০	৪৯
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২	-	২	২	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	-	১৩৬	১৩৬	৯৪	৪২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৪২	৫	৪৭	২৪	২৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫৩	২৫	৭৮	২২	৫৬
মোট	১২৬	২৪৬	৩৭২	২০২	২১০

সবার আগে প্রয়োজন পরিবারকে মাদকমুক্ত রাখা

সমাজের প্রাথমিক একক হলো পরিবার। একটি আদর্শ পরিবারই দিতে পারে একজন মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ তার জীবনে সর্বপ্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। একটি শিশু যখন থেকে বুঝতে শিখে তখন থেকেই অনুকরণ করতে থাকে তার পরিবারের অপরাপর সদস্যদের। তাই একটি শিশুকে শৈশবকাল থেকেই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি অভিভাবককেই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে তার প্রিয় সন্তানটি যেন বিপথগামী না হয়ে পড়ে। একজন সচেতন অভিভাবকের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব তার প্রিয় সন্তানটি কোন দিকে এগোচ্ছে। কোন সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে জন্ম নেয় না। নানাবিধ কারণে সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। কখনও কৌতুহলবশতঃ, কখনও অজ্ঞতাবশতঃ, কখনও বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আবার কখনও দুর্বল ব্যক্তিত্বের কারণে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। একারণে প্রত্যেকটি পরিবারের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী হওয়া জরুরী। একদিকে সন্তান কোথায় গেল, কার সাথে সে মিশছে, তার সমস্যাসমূহ ইত্যাদি অভিভাবকের যেমন জানা প্রয়োজন অন্যদিকে পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক স্নেহের, ভালবাসার, বন্ধুর মত হওয়াও আবশ্যিক। সন্তান যদি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তার ফল ভোগ করবে তারই প্রিয় সন্তান। মাদকাসক্তের প্রভাব সর্বপ্রথম পড়বে তার পরিবারের উপর। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেভাবে নিগৃহীত হবে, সমাজে তেমনভাবে নিগৃহীত হবে তার পরিবার। আর সন্তানের মধ্যে যদি পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও সামাজিক মূল্যবোধ না থাকে তাহলে তার পরিবারে ধীরে ধীরে অবক্ষয় নেমে আসে। পরিবারে দেখা দেয় বিশৃংখলা, সৃষ্টি হয় আর্থিক সমস্যা। একসময় এই সমস্যাই রূপ নেয় প্রকট পারিবারিক সমস্যারূপে। মাদকাসক্ত যখন তার নেশার অর্থ যোগান পরিবার থেকে পায় না, তখন সে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথে পা বাড়ায়। আর এভাবেই শুরু হয় তার অপরাধ জগতে প্রবেশ। যার প্রভাব পড়ে সমাজের তথা দেশের সামগ্রিক অবস্থার উপর। তখন সমস্যাটি কেবল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। এই সমস্যাটি ক্রমাগতই দেশের জনস্বাস্থ্য, শিক্ষাব্যবস্থা, আইনশৃংখলাসহ উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে এর ফল ভোগ করে। আজ যা পারিবারিক সমস্যা তা একসময় সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। আমরা প্রত্যেকটি পরিবারকে যদি মাদকমুক্ত রাখতে পারি তবেই মাদকমুক্ত জাতি গঠন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক অক্টোবর/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫০	৫০
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩৭	৩৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৮	২৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৯	১৯
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৫	৬
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	১০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫২	৫২
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	৮
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪২	৩২
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৩	১৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১৯	১৬
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৫
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	৩
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	-
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৮	৩০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৯	৫০
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১২	১২
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৬
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫৬	৬৭
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৮	২০
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	২০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৭	৪২
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৩
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৪
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৭	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	১
সর্বমোটঃ		৫৬৫	৫৮৮

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে অক্টোবর/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে অক্টোবর/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	অক্টোবর/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৭৩২.১৯ মেঃ টন	২৭২.০৮ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	৭২ মেঃ টন	৩৬ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	২৪০.৮৮ মেঃ টন	৫৪.৪০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩৭.৩২৮ মেঃ টন	৭.৭৯১ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৩৫ মেঃ টন	-

মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

অক্টোবর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। অক্টোবর/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৫৬৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৫৮৮ জন। অধিদপ্তরের অক্টোবর/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০৩	১১৯	১.৭৭ কেজি
গাঁজা	১৮৫	১৯৪	১০০.০২৫ কেজি
গাঁজা গাছ	৬	৬	১৭৬ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৬৩	১৫২	১৮৮১.৬ লিটার
দেশী মদ	৩	৩	২৭ লিটার
বিদেশী মদ	১	১	৩.৭ লিটার
বিদেশী মদ	৬	৩	৭৫ বোতল
বিয়ার			২৩ ক্যান
রেক্সিফাইড স্পিরিট	১৩	১৫	২২৮.৮ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	৩	৫০ লিটার
ফেল্ডিডিল	৭৭	৮৭	১৭৬২ বোতল
ফেল্ডিডিল			৩৫.৫ লিটার
তাড়ী(টোডি)	৩	৩	২৩০ লিটার
পেথিডিন	১	১	২৫ এ্যাম্পুল
জাওয়া			১০৯১০ লিটার
বাখার			২২ কেজি
বনোজেনসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৮ এ্যাম্পুল
প্রাইভেট কার			২ টি
মোবাইল সেট			৪ টি
মোট	৫৬৫	৫৮৮	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের সাথে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	বিভাগের নাম	নভেম্বর/০৫	নভেম্বর/০৬
১।	ঢাকা বিভাগ	৩৬,০২,৭৯৬	৪৫,২৩,৯০৯
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৩,৮৬,২৪৭	৫৭,৯১,৩৯৮
৩।	খুলনা বিভাগ	১,৩৭,৯২,৭৬১	১,২৩,৪১,৩৮১
৪।	রাজশাহী বিভাগ	৩১,৫৭,৮৫৮	৩৩,২৯,৬৫৫
	মোট	২,৫৯,৩৯,৬৫৮	২,৫৯,৮৬,৩৪৩

আইন-আদালত

অক্টোবর/০৬ মাসে মোট ২২২ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৩৬ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৮৬ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৫০ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৯ জন। অক্টোবর/০৬ মাস পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩২২৫২ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	অক্টোবর/০৬ পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৭৯	৮৬	৪৫০১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬	১০	৩০৩৫
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	২	২১৬৬
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৫২২
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫১৫
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	৪২৮
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	২	২	২৫৯৭
৯	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮২৭
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৪৮২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৬৪৩
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫২৬
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৩৯
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৬
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪০৩
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	১	১	২১৮২
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৪	৪	৭৬১
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৮	৮	১০৬৭
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৪	৪	৬৩১
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১০২
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৫২
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৫	৭৫
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫	৫	৩৪৪৬
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৬	৬	১৪৩৯
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১	১	১১৯২
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	২	১৬৭৫
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৬	৭	১২৭৮
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩০৩
	সর্বমোটঃ	১৩৬	১৫০	৩২২৫২

Highest users of opium in India, says UN report

PUNJAB has emerged as a major transit point for drugs coming in from Afghanistan to India, which has one of the highest numbers of opium users in the world, an UN report said.

The supply of drugs, especially heroin, has increased in India in the recent years even though licit opium cultivation has shown a decline, the 'World Drug Report' released by the United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC) said.

The availability and consumption of drugs have increased in Punjab in the recent years with cities like Gurdaspur, Hoshiarpur, Amristsar, Ludhiana, Chandigarh and Patiala emerging as hotspots, it said

The arrival of cocaine, a costly drugs in the country has also increased manifold with anti-narcotics sleuths recovering 200 kgs of the contraband so far this year as compared to 14 kgs seized in the last four years, the report said.

The fashion of drug smuggling and supply in India is also changing rapidly, posing a major challenge to authorities and the primary focus now was to understand their fast changing modus operandi, officials said.

"To grapple with the beast, you need to know its shape and form," said Gary Lewis, the South Asia representative of the UNODC after releasing the report on Tuesday. Apart from the Punjab route, drugs reach Indian from Sri Lanka and Bangladesh through the southern and eastern states.

Source: DEA, News Dehli Country Office, Indian Subcontinent, Narcotics News Bulletin, July/August 2006, Page No-1.

চট্টগ্রামে ফেনসিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গত ১১ নভেম্বর তারিখে কর্ণফুলীস্থ সুয়াজনগর থেকে ১৯৫ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ মোতালেব (২৫) কে গ্রেফতার করে। একই দিন তারা বায়েজিদ বোস্তামীস্থ সৈয়দ নগর থেকে ২০ লিটার চোলাইমদসহ ইব্রাহীম(২০) নামে একজনকে গ্রেফতার করে। এছাড়া গত ৫ নভেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা চট্টগ্রামের

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চলের উপ-পরিদর্শক জনাব আব্দুল হাকিম ২৪/১০/২০০৬ তারিখে, প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সহকারী মিসেস জেরিনা আক্তার ১৪/১১/২০০৬ তারিখে এবং কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন ২৪/১১/২০০৬ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব আব্দুল হাকিম ২৪/১০/২০০৬ তারিখে, মিসেস জেরিনা আক্তার ১৪/১১/২০০৬ তারিখে এবং জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন ২৪/১১/২০০৬ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

ঢাকার বাড্ডা থেকে ৫০০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ৯ নভেম্বর/২০০৬ তারিখে ঢাকার বাড্ডা কুড়িল প্রগতি স্বরনী বিশ্ব রোড থেকে ট্রাকে পাঁচারকালে ৫০০০ (পাঁচহাজার) বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ বিষ্ণু শেখ (২৪) এবং আহাম্মদ আলী (৪৪) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে। ফেনসিডিল পাঁচারের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক ঢাকা মেট্রোঃ দ-৬৭৩৮ আটক এবং একটি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল গত ৭ নভেম্বর তারিখে খিলগাঁও থানাধীন ২৮৫, পূর্ব হাজীপাড়া থেকে ৩২০ গ্রাম হেরোইন এবং হেরোইন বিক্রিত ২৯,২৭০/= টাকা সহ মোসাঃ জোবেদা খাতুন(৪৫) এবং মোঃ আঃ মোতালেব(৩৮) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। অক্টোবর/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেভিং/স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬০৮	৬০৮	-	৬০৮	
পুলিশ	৫৯৫	৫৯২	১	৫৯৩	২
বিডিআর	৫	২	-	২	৩
র‍্যাভ	১	১	-	১	-
সর্বমোট	১২০৯	১২০৩	১	১২০৪	৫